



228515 - জুতার ওপর মাসহে করার বধি-বধিান

প্রশ্ন

আমেরিকা ও কানাডাতে বসবাসকারী লোকেরা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কটন বা উলরে তরী মজা পরে; মজার ওপরে জুতা পরে। কিন্তু জুতা টাখনুর উপরে উঠে না। ওজু করার সময় এমন জুতার উপরে মাসহে করা জায়গে হবে কি? জুতা খুলে ফেলার পরও কি ওজু ঠিকি থাকবে? যখন তারা নামাযে যায় তখন জুতা খুলে রাখে। সেক্ষেত্রে ওজু কি অটুট থাকবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি কোন জুতা পায়েরে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখে তাহলে সে জুতার উপর মাসহে করা জায়গে আছে। কেননা সটো চামড়ার মজার সমতুল্য।

তবে, পায়েরে যতটুকু স্থান ধৌত করা ফরয জুতা যদি ততটুকু স্থান আচ্ছাদতি না করে, সে স্থানটুকু হচ্ছ- পায়েরে টাখনুসহ সম্পূর্ণ পায়েরে পাতাদ্বয়; সেক্ষেত্রে জমহুর আলমেরে মতে, মাসহে করা জায়গে হবে না। [দখুন: আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া আল-কুয়তেিয়া (৩৭/২৬৪)]

এটি শাইখ বনি বায ও ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটির মনোনীত অভিমত।

শাইখ বনি বায বলেন: চামড়ার মজা ও কাপড়ের মজার ওপর মাসহে করার শর্ত হচ্ছ- যতটুকু স্থান ধয়ো ফরয ততটুকু স্থানকে ঢাকতে হবে। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১১১), দখুন: ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মি (৫/৩৯৬)]

দুই:

যদি কেউ যতটুকু স্থান ধৌত করা ফরয ততটুকু স্থান আচ্ছাদতি করে এমন জুতার উপর মাসহে করে, এরপর পবতির অবস্থায় জুতা খুলে ফলে সেক্ষেত্রে আলমেগণরে সঠিক মতানুযায়ী তার পবতিরতা নষ্ট হবে না।

ইতপূর্ববে 100112 নং ও 26343 নং প্রশ্নোত্তরে এ মাসয়ালাটি উল্লেখ করা হয়েছে।



তবে খয়োল রাখতে হবে এ খুলে ফেলোর মাধ্যমে মাসহে করার য়ে রুখসত (শথিলিতা) সটো শষে হয়ে যাবে। যদি সয়ে দ্বিতীয়বার জুতা পরে ওজু করার ইচ্ছা করে তাহলে তার কর্তব্য হবে জুতা ও মাজা খুলে ফেলো এবং পায়দ্বয় ধতৌত করা।

তনি:

যদি সয়ে মাজা পরে মাজার উপর খাটো জুতা পরে -যে জুতা টাখনু ঢাকে না- সটোর তনিটী অবস্থা হতে পারে:

১। শুধু জুতার ওপর মাসহে করা; ইতপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটা জায়যে নহে।

২। শুধু মাজাদ্বয়েরে ওপর মাসহে করা। অর্থাৎ জুতা খুলে মাজাদ্বয়েরে ওপর হাতদ্বয় দিয়ে মাসহে করা। এরপর পুনরায় জুতা পরা। এটা জায়যে; এতে কোন অসুবিধা নহে। এ অবস্থায় তনি জুতা খুলে ফেললেও তার ওজু ভাঙবে না।

৩। জুতা ও মাজা উভয়টির ওপর মাসহে করা। এটাও জায়যে।

কটে যদি খাটো জুতার ওপর মাসহে করে অবশিষ্ট মাসহে মাজাদ্বয়েরে ওপর করার মাধ্যমে মাসহে পরপূর্ণ করে সেক্ষেত্রে এ দুটো জনিসিরে সাথে বধিান সম্পূক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে সয়ে ব্যক্তি যদি শুধু জুতা খুলে ফলে কথিবা মাজাদ্বয়েরে সাথে জুতা খুলে ফলে তার পবতিরতা ভাঙ হবে না; তার জন্য নামায পড়া জায়যে হবে। কনিতু পরবর্তীতে পাদ্বয় ধতৌত করে পরপূর্ণ ওজু করা ছাড়া জুতা বা মাজার ওপর মাসহে করা জায়যে হবে না।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৫/৩৯৬) এসছে: ওজুকারী শুধু মাজার ওপর মাসহে করতে পারনে এবং শুধু বুট জুতার ওপরও মাসহে করতে পারনে; যদি বুট জুতা টাখনুদ্বয়কে আচ্ছাদন করে এবং পায়রে পাতার চামড়া দেখো না যায়।

আর যদি টাখনুদ্বয় আচ্ছাদন না করে কনিতু টাখনু ঢকে রেখেছে এমন মাজা পায়রে থাকে সেক্ষেত্রে ধতৌত করার স্থান পর্যন্ত মাজাদ্বয়েরে ওপরও মাসহে করে তাহলে এ জুতা ও মাজা পরে নামায পরতে পারবে।

শাইখ বনি বায বলেন:

যদি বুট জুতা সনেডলেরে মত টাখনুসহ পায়রে পাতা না ঢাকে তখন কটে যদি মাজাসহ বুটের উপর মাসহে করে সেক্ষেত্রে এ দুটো জনিসিরে সাথে হুকুম সম্পূক্ত হয়ে যাবে...। সয়ে যদি শুধু মাজার ওপর মাসহে করত তাহলে সটোই তার জন্য যথেষ্ট হত, তার যখন ইচ্ছা তখন বুট জুতা খুলে ফেলোও জায়যে হত, কনিতু তার পবতিরতা অব্যাহত থাকত। যহেতু মাসহে করার হুকুম শুধু মাজা এর সাথে সম্পূক্ত হয়েছে। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (২৯/৭৩)]

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর এই দকি়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি য়ে, অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চামড়ার মাজার সাথে সম্পূক্ত বধি-বধিান কাপড়েরে মাজা ও আচ্ছাদনকারী জুতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।